খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 68 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 28 November, 2025 ● ১১ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

অধিকার রক্ষায় আই পি এফ টি ও তিপ্রা মথাকে একজোট হওয়ার আহ্বান প্রদ্যোতের

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। ত্রিপুরার জনজাতি রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিলেন তিপ্রা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো ও বর্তমান এমডিসি প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ। বুধবার আগরতলায় তিপ্রা মথার বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি জনজাতি সমাজকে কখনওই তাদের প্রাপ্য মর্য্যাদা দেয়না। তাঁর দাবি, বহু আঞ্চলিক দল স্বার্থের বশে জাতীয় দলের সঙ্গে হাত মেলালে ও পরে পরিকল্পিতভাবে তাদের রাজনৈতিকভাবে বিলীন করে দেওয়া হয়। প্রদ্যুত জানান, আগরতলায় এই জনসমাবেশ আয়োজন করতে গিয়ে নানা প্রশাসনিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাঁর কথা, "অন্য দলগুলো সহজেই সভা করতে পারে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আলাদা বাধা তৈরি করা হয়।" তবুও উত্তর—পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষের উপস্থিতি তাঁকে উৎসাহিত করেছে বলে জানান। জনজাতি সমাজের সংগ্রামী মনোভাবের প্রশংসা করে প্রদ্যোত বলেন, "আজ তাঁদের হাতে অর্থ না থাকলেও আত্মবিশ্বাস ও লড়াই করার শক্তি আছে।" তাঁর দাবি, 'নর্থ ইস্ট মঞ্চ' বর্তমানে জনজাতিদের জন্য এক শক্তিশালী রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম, যা ভবিষ্যতে বৃহত্তর স্বশাসনের দাবিকে আরও দৃঢ় করবে। তিনি আবারও বলেন, সময় এলেই গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে। এই প্রেক্ষিতেই আইপিএফটি-র উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেনতি পরা মথার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ লড়াই ছাড়া জনজাতি স্বার্থ রক্ষা সম্ভব নয়। তাঁর মন্তব্য, "একলা লড়াই করলে শিবসেনা, অসম গণ পরিষদ, বোডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট বা আরও অনেক আঞ্চলিক দলের মতো হারিয়ে যেতে হবে। একমাত্র ঐক্যই বাঁচাতে পারে জনজাতি রাজনীতিকে।" সভামঞ্চ থেকেই তিনি জনজাতি সংগঠন ও বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিদের নর্থ ইস্ট মঞ্চের পতাকাতলে এক হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এখন দরকার সমবেত কণ্ঠ, কারণ "একতাই শক্তি"আর সেই শক্তিকেই তিনি আগামী দিনের মূল অস্ত্র হিসেবে দেখছেন। তিপ্রা মথার সমাবেশে প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মার বক্তব্য উত্তর—পূর্বের জনজাতি রাজনীতিতে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। জাতীয় দলের প্রভাব ও আঞ্চলিক দলের সংকটের প্রেক্ষিতে তিনি জনজাতি স্বার্থ রক্ষায় একক প্ল্যাটফর্মের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর আহ্বানভাগে নয়, শক্তিশালী ভবিষ্যতের জন্য একত্র লড়াইতেই প্রকৃত অধিকার আদায় সম্ভব।

মানবতার নজির গড়লো চড়িলাম এর এক নাবালক

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। *চড়িলাম নতুন বাজারে এক নাবালক কিশোরের অসাধারণ*

সততার নজিরে মুগ্ধ বাজারের ব্যবসায়ীরা। বাজারে কুড়িয়ে পাওয়া টাকার বান্ডিলটি কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই বাজারের কোষাধক্ষ্য হরি মাধব দেবনাথ এবং সম্পাদক মাধব দত্তের হাতে তুলে দেয় রাহুল ঘোষ। বাজার কমিটি জানিয়েছেখুব শিগগিরই ওই কিশোরকে 'সততার প্রতীক' হিসেবে সংবর্ধনা জানানো হবে।বাজার সংলগ্ন অনুকূল ঠাকুর আশ্রমের পাশে ১৫—১৬ বছরের যে ছেলেটি মাঝে মাঝে বাজারে আসতো, দোকান থেকে ছোটখাটো খরচ নিতোসেই ছেলেটিই হঠাৎ টাকার বান্ডিলটি পায়। টাকা হাতে পাওয়ার পরও সে গণনা না করেই জানিয়ে দেয়"আমি এগুলো রাখবো না, আপনারাই সঠিক মালিককে দিয়ে দিন।"বাজার কমিটির সদস্য জানান,

"আমি বুঝতেই পারছিলাম না কার কাছে দেবো। তাই মিডিয়ার সাহায্য চেয়েছি। কয়েকটি চ্যানেলকে জানানো হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য একটাইযে ব্যক্তি টাকা হারিয়েছেন, যেনো উপযুক্ত প্রমাণসহ দ্রুত টাকা ফেরত নিতে পারেন।" তিনি আরও বলেন, "আমরা চাই না কারও পরিশ্রমের উপার্জন হারিয়ে যাক। সমাজে প্রতিদিন অনেক জিনিস হারানোর ঘটনা ঘটেটাকা, নথি, ব্যাংকের বইঅনেক কিছুই। আমাদের বাজার কমিটি এর আগেও বহুবার হারানো জিনিস ফেরত দিয়েছে। এবার সাংবাদিকদের মাধ্যমে বিষয়টি সকলের সামনে তুলে ধরা হলো।"সমাজের প্রতি বার্তা দিতে গিয়ে তিনি বলেন,

"বর্তমান সময়ে যখন যুব সমাজ নিয়ে নানা উদ্বেগ শোনা যায়, তখন এই নাবালক প্রমাণ করে দিলমানবতা এখনও বেঁচে আছে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সৎ পথে এগিয়ে চলতে উৎসাহিত করা।"ছেলেটির নাম জানা না গেলেও জানা গেছেসে স্থানীয় একটি সেলুনে কাজ করে। এই নাবালক কিশোরের সততা আবারও মনে করিয়ে দিলমানবতার আলো এখনও নিভে যায়নি। অর্থের লোভে যেখানে অনেকেই পথ হারায়, সেখানে একটি সেলুনকর্মী কিশোর নিজের প্রয়োজনের চেয়ে সত্যকে বড় করে দেখিয়েছে। বাজার কমিটির পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনার ঘোষণা সমাজে একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে নিঃসন্দেহে। যে ব্যক্তি টাকা হারিয়েছেন, তিনি উপযুক্ত প্রমাণ নিয়ে টাকা ফিরে পেলে এই সুন্দর উদ্যোগ আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে। এমন ঘটনাই সমাজে আস্থা, বিশ্বাস ও মানবিকতার মূল্যকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে।

ত্রিপুরায় শুরু হলো কমলা উৎসব! চাষি ও পর্যটনে নতুন উচ্ছ্বাসের ঢেউ

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় কৃষিক্ষেত্রে নতুন উদ্যম যোগ করতে বাধারঘাট পুষ্প উদ্যানে শুরু হলো দু'দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক কমলা উৎসব। বৃহস্পতিবার কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ আনুষ্ঠানিকভাবে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনা রানী সরকার এবং বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।এই উৎসবের আয়োজন করেছে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, উদ্যান ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তর, রাজিক উদ্যান ও বাগিচা ফসল গবেষণা কেন্দ্র, এগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশন, ত্রিপুরা স্টেট অর্গানিক ফার্মিং ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি সহ কৃষিভিত্তিক আরও বেশ কয়েকটি সংস্থা। দপ্তরগুলির উন্নয়নমূলক কাজ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি তুলে ধরতে একাধিক প্রদর্শনী স্টলও বসেছে উদ্যানে। সেই সঙ্গে রয়েছে কমলা বিক্রি স্টল ও বিভিন্ন এফবিওদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী।এদিনের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। দীর্ঘদিন জঙ্গলঘেরা পরিত্যক্ত জমি পরিষ্কার করে গড়ে তোলা এই বাগানকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হলো। সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য ন্যূনতম মূল্যে প্রবেশের সুযোগ থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাখা হয়েছে ফ্রি প্রবেশের ব্যবস্থা।সায়েন্স সিটির পাশেই অবস্থিত এই নতুন ফ্লাওয়ার গার্ডেন বছরজুড়ে ১২ মাসই ফুলে ভরপুর থাকবে বলে জানানো হয়। উদ্বোধনী ভাষণে কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন,

"ত্রিপুরার কমলা উৎপাদন বর্তমানে রাজ্যের গর্ব। কাটিং এখন এতটাই জনপ্রিয় যে কৃষকরা নিজেরাই আগ্রহ দেখাচ্ছেন। উৎপাদনের পরিমাণ এমন যে ভেবে বোঝা যায় না। তাই প্রতিবছরই আমরা কমলা উৎসব আয়োজন করছি।" তিনি আরও জানান, রাজ্যের সর্বত্র পুরনো কমলা বাগানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সরকার প্রতি হেক্টরে ২০ হাজার টাকা করে সহায়তা দিচ্ছে, যাতে কৃষকরা নতুন করে চাষ শুরু করতে উৎসাহ পান। কৃষিমন্ত্রীর ভাষায়, "আমাদের লক্ষ্য একটাইঘরে ঘরে রোজগারের সুযোগ তৈরি করা। কৃষি, সংশ্লিষ্ট খাত এবং পর্যটনএই তিন ক্ষেত্রেই আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফনি ভূষণ জমাতিয়া, উদ্যান ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার দাস, পশ্চিম জেলার ডেপুটি ডিরেক্টর সুজিত কুমার দাস, এমআইডিএইচ কনসালটেন্ট গোপাল মল্ল সহ রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা। দেশ-বিদেশের কৃষি ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে রতন লাল নাথ জানান, দুবাই ও কেরালায় পর্যটন ও কৃষির সমন্বয়ে উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব, তা তিনি সরেজমিনে দেখেছেন। ত্রিপুরাতেও সেই সম্ভাবনা রয়েছে বলেই তিনি মনে করেন। প্রায় ১০০ জনেরও বেশি কমলা চাষী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের উৎপাদিত কমলার প্রদর্শন ও বিক্রির পাশাপাশি আধুনিক চাষপদ্ধতি বিষয়ে পরামর্শসভা ও আলোচনাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দু'দিনের এই কমলা উৎসব কৃষক ও কৃষিপ্রেমীদের কাছে রাজ্যের কৃষি সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

বাইক চুরি ও আগুনে পোড়ানোর অভিযোগে ধরা পড়ল বিকু দেববর্মা

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। *মোটরবাইক চুরি করে পরে সেটিতে আগুন লাগিয়ে প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ পাথালিয়াঘাট ভিলেজের ২৪ বছর বয়সি যুবক বিকু দেববর্মাকে আটক করেছে। বুধবার গভীর রাতে গ্রেপ্তারের পর বৃহস্পতিবার তাকে*

আদালতে পেশ করা হয়েছে। জানা যায়, কয়েকদিন আগেই ওই বাইকটি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এরপর এক সন্ধ্যায় গ্রামসংলগ্ন জঙ্গলপথে আগুন ধরে পুড়তে থাকা একটি মোটরবাইক দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে আগুন নেভালেও ততক্ষণে বাইকটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ছিল, এটি সাধারণ দুর্ঘটনা নয়বরং চুরি করে পরে সচেতনভাবেই সেটিতে আগুন লাগানো হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই তদন্ত চালিয়ে পুলিশ কয়েকটি তথ্যের ভিত্তিতে বিকু দেববর্মার দিকে সন্দেহ নিবদ্ধ করে। এরপর বুধবার রাতে পাথালিয়াঘাটে বিকুর বাসায় হঠাৎ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে যে চুরির পর ধরা পড়ার ভয়েই সে মোটরবাইকটিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে এটি তার একার সিদ্ধান্ত ছিল, নাকি কেউ তাকে প্ররোচিত বা সহযোগিতা করেছেসেটিও এখন পুলিশের তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।পুলিশ সূত্রের দাবি, ঘটনার নেপথ্যে আরও বড় কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে। পুলিশের বিশেষ দল এখন পর্যন্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং শিগগিরই ঘটনার পূর্ণ চিত্র সামনে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।পুরো ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষও উদ্বিগ্ন। অনেকেই দাবি করছেন, সাম্প্রতিক সময়ে ছোটখাটো চুরি বেড়ে গেছে, তাই অপরাধ প্রবণতার ওপর আরও নজরদারি জরুরি। বিকু দেববর্মাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। তদন্তে নতুন কোনো তথ্য উঠে এলে পুলিশ তা শীঘ্রই জানাবে।

ধর্মনগরে বিরোধী দের উপর হামলার প্রতিবাদে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। বুধবার থেকেই উত্তপ্ত ধর্মনগর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে চূড়ান্ত ব্যর্থ প্রশাসন। নীরব দর্শক হয়ে দুই দলের মারামারি উপভোগ করতে ব্যস্ত পুলিশ বাবুরা। আইনের শাসন চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ। উল্লেখ্য, ধর্মনগরে বুধবার থেকেই রাজনৈতিক সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। একবার সিপিআইএম এর কর্মীদের মেরে রক্তাক্ত করা , দ্বিতীয় দফায় কংগ্রেস শিবির এর উপর হামলা। উভয় ঘটনাতেই দুষ্কৃতী দের হাতে ছিল পদ্ম চিহ্নের পতাকা। তাই দফায় দফায় এই ঘটনার জন্যে রাজ্যের শাসক দল কে ধিক্কার জানাচ্ছেন বিরোধীরা। অতঃপর রাজধানীর বুকে এই ঘটনাবলী নিয়ে চরম ক্ষোভ ব্যক্ত করে সদর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। রাজধানীর রাজপথ দাপিয়ে আজ এই দৃপ্ত মিছিল করেন কংগ্রেসিরা। গোটা বিষয় নিয়ে যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে শাসক গোষ্ঠীর এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা জানান।

আগরতলায় স্মার্ট সিটি প্রকল্পে আবারও বিশৃঙ্খলা! ড্রেন খননকাজে ক্ষতিগ্রস্থ গ্যাস পাইপলাইন

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। রাজধানীজুড়ে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের ড্রেন নির্মাণকাজ যেন জনদুর্ভোগের নতুন নাম হয়ে উঠেছে। পরিকল্পনাহীনভাবে রাস্তা খনন, দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, আর গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্তএসবই এখন নিত্যদিনের ঘটনা। এরই ধারাবাহিকতায় আজও শহরে দেখা দিল নতুন বিপত্তি। মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সামনে ড্রেন নির্মাণের জন্য ডোজার দিয়ে রাস্তা খনন করতে গিয়ে কেটে যায় গ্যাসের পাইপলাইন। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়েন। গ্যাস পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পেয়ে টিএনজিসিএল—এর কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছতে কিছুটা সময় নেন। তাদের দাবি, প্রতাপগড়ে জরুরি কাজ চলার কারণে দেরি হয়েছে। অন্যদিকে, রাস্তা খননের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের প্রশ্ন করা হলে তারা জানানএলাকায় গ্যাস পাইপলাইন রয়েছে এমন কোনো তথ্য তাদের কাছে ছিল না। ফলে তাদের প্রস্তুতি ও দায়িত্ববোধ নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাস্তার নিচে থাকা পানি, গ্যাস বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইনের নকশা সংগ্রহ করেই যে কোনো খনন কাজ করার নিয়মকিন্তু বাস্তবে সেই নিয়ম কার্যত মানা হচ্ছে না। শহরের বিভিন্ন এলাকায় এর আগেও ড্রেন নির্মাণের সময় পাইপলাইন কেটে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবারই সাধারণ নাগরিকদের দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়েছে। কোথাও জল সরবরাহ ব্যাহত, কোথাও গ্যাস সংযোগ দীর্ঘ সময় অচলতবুও পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন দেখা যায়নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, অনেক জায়গায় পাইপলাইন মেরামত হলেও পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি; কাজের মান নিয়েও প্রশ্ন রয়ে গেছে। গত গণেশ চতুর্থী পরেও লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোডে রাস্তা খননের সময় কাটা পড়ে ছিল পানীয় জলের পাইপলাইন। অস্থায়ীভাবে মেরামত করা হলেও এখনও সেই এলাকার বাসিন্দারা পর্যাপ্ত পানীয় জল পাচ্ছেন না। দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ জানালেও দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ বাড়ছে মানুষের মধ্যে। স্থানীয়দের বক্তব্য, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল নগর জীবনে স্বচ্ছতা, উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও পরিকাঠামো গড়ে তোলা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্রযত্রতত্র খনন, যানজট, পাইপলাইন ক্ষতি, এবং অব্যবস্থাপনা। পরিকল্পনার ঘাটতি ও দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের ফলেই এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। শহরবাসীর দাবি, ড্রেন নির্মাণ অবশ্যই প্রয়োজনতবে তা হোক সুপরিকল্পিতভাবে। দায়িত্বশীলতার সঙ্গে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বয় রেখে, এবং নাগরিকদের সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করা উচিত। অন্যথায় উন্নয়নের নামে জনজীবন আরও বিপর্যস্তই হবে।

ধর্মনগরে আক্রান্ত সিপিআইএম কর্মীদের দেখতে জিবি হাসপাতালে মানিক সরকার

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। বুধবার রাজনৈতিক সন্ত্রাসে উত্তপ্ত হয়ে উঠে ধর্মনগর। রাজ্যের প্রধান

বিরোধী দল সিপিআইএম এর একটি মিছিলে আচমকা হামলা চালায় কিছু দুষ্কৃতী। আর সম্পূর্ণ ঘটনাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করে রাজ্যের রাষ্ট্রপতি কালারস প্রাপ্ত পুলিশ প্রশাসন। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন আক্রান্তরা। পুলিশের সামনেই বহু বাম কর্মীকে মেরে রক্তাক্ত করে দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ এই ঘটনার সাথে জড়িত প্রত্যেকেই ছিল শাসক বিজেপি দলের একনিষ্ঠ কার্যকর্তা। তাদের হাতে শাসক বিজেপির পতাকা ছিল। এই ঘটনায় সিপিআইএম কর্মী অমিতাভ দত্তও রতন রায় গুরুতর ভাবে আহত হন। তাদের কে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পর তাদের অবস্থা বেগতিক দেখে নিয়ে আসা হয় জিবি হাসপাতালে। বর্তমানে তারা সেখানেই চিকিৎসাধীন। অমিতাভ দত্ত জানান, দুষ্কৃতীরা বারবার একটি কথাই বলছিল, " তোমাকে এর আগেও বহুবার মেরেছি, তাও তোমার শিক্ষা হচ্ছে না। " এই উক্তি তে স্পষ্ট যে বারংবার তাদের উপর এধরণের আক্রমণ সংগঠিত করেছে দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবার আহত দের খোঁজ নিতে হাসপাতালে যান রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সঙ্গে ছিলেন মানিক দে সহ অন্যান্য সিপিএম কর্মীরা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন , এতো দিন বলা হতো আইনের শাসন নেই। তবে বর্তমানে তা জঙ্গলের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। সকলের রাজনীতি করার অধিকার আছে। কিন্তু সেই অধিকারই কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এটা বিজেপির চরম দুর্বলতার প্রমাণ। উনি অমিতাভ দত্তের বলা উক্তি গুলিও নিজের মুখে আলোচনা করেন। আক্রান্ত দের তুলে কেউ যাতে হাসপাতালে না নেয় সেই হুঁশিয়ারি ও দিতে শোনা যায় দুষ্কৃতী দের মুখে। এই নিয়ে বলতে গিয়ে মানিক সরকার আরও বলেন, এই সমস্ত ঘটনার জন্যে তাদের কে সরাসরি দোষ দেবেন না তিনি। যারা আক্রমণ করেছে তাদের বয়সই বা আর কত ? অমিতাভ বাবুর থেকে অনেক ছোট এরা বয়সে। প্রকৃত দোষী তারা যারা এই অল্প বয়সী যুবকদের মস্তিষ্কে এধরণের মানসিকতা ঢোকাচ্ছে। কাজেই এটা এভাবে চলতে পারে না। মানুষ সব কিছুই দেখছেন। তারা মুখে যাই বলুক, মানুষ অভিজ্ঞতা নিচ্ছে। তারা চাঁদ দেখে সূর্য্য বললে বা আম দেখে কাঁঠাল বললেই মানুষ তা মেনে নেবে না। এভাবেই ব্যাঙ্গাত্মক শুরে এদিন শাসক বিজেপির উদ্দেশ্যে বার্তা ছুড়ে দিলেন তিনি।

সোনামুড়ায় মাদকবিরোধী অভিযানে মহিলা কারবারি গ্রেফতার

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। সোনামুড়া থানার পুলিশের জোরদার পদক্ষেপে নেশা কারবারের নেটওয়ার্কে বড়সড় ধাক্কা। গত সোমবার গভীর রাতে একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে মতিনগর পূর্ব টিলাই এলাকার এক বাড়ি থেকে এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকেত্ব গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম পপি আক্তার জানা গেছে বয়স আনুমানিক ২৩ হবে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত ওই তল্লাশিতে বাড়ি থেকে ৫.৯৮৫ কেজি শুকনা গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মারুতি ইকো গাড়ি (নম্বরটট্ট ০৭ ০৪১৩)-ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে মঙ্গলবার ভোরে সোনামুড়া থানায় এনডিপিএস আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পপি আক্তারকে আজই আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এছাড়া পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এলাকার আরও কয়েকজন মাদক ব্যবসায়ীর নাম উঠে এসেছে। সেসব তথ্যের সত্যতা যাচাই করে প্রমাণ মিললে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই অভিযানের মধ্য দিয়ে সোনামুড়া থানার পুলিশ আবারও প্রমাণ করলো যে মাদকদ্রব্যের অবৈধ কারবার রোধে তারা কতটা সতর্ক ও সক্রিয়। একজন মহিলা কারবারিকে গ্রেফতার করা এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গাঁজা ও ব্যবহৃত যান উদ্ধারের ঘটনা স্থানীয় মাদকচক্রের বিস্তৃতি সম্পর্কে নতুন তথ্য সামনে এনেছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসায় ভবিষ্যতে আরও অভিযান চালানো হতে পারে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এই উদ্যোগ এলাকার মাদকবিরোধী প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই আশা।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বাংলা

বন্দে মাতরম বলা যাবে না, কিন্তু ভারত মাতা কি জয় বলে সন্ত্রাস চালানো যাবে

কেন্দ্র সরকারের শীতকালীন রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে। তার আগে প্রতিবারের মতোই সচিবালয়ের পক্ষ থেকে অধিবেশনের কিছু নিয়মাবলী নিয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যার মধ্যে কিভাবে সাংসদ রা তাদের তথ্য পেশ করবেন, কোন দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন ইত্যাদি নানা বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এবারের বিজ্ঞপ্তি বিশেষ ভাবে নজর কেড়েছে এবং সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠেছে। তার কারণ এবারের অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' এবং 'জয় হিন্দ' এর মতো শ্লোগান গুলো কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকার পক্ষের দাবি এই শব্দগুলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্য বহন করে। তাই অকারণে যে কোনো বক্তব্যের শেষেই এই ধরণের শ্লোগান এর গুরুত্ব কে কম করে এবং অধিবেশনের সময় নষ্ট করে। উল্লেখ্য, এবছরই কেন্দ্র সরকার ঘটা করে 'বন্দে মাতরম' এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে। আর সেই সরকারই যখন এধরণের বিজ্ঞপ্তি জারি করছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই তা তাদের মানসিকতা কে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ফেলছে। আর তাই এই নির্দেশনা কে তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানিয়ে বিজেপি কে ব্রিটিশ সুলভ মানসিকতা পোষনের আখ্যা দিয়েছেন। ব্রিটিশ রাও একসময় এই স্লোগান গুলো সহ্য করতে পারতো না। আজ বিজেপির ও একই অবস্থা। এমনটাই বক্তব্য বিরোধী শিবিরের। অন্যদিকে আরো একটা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারছে, রাজ্য সহ দেশব্যাপী যেখানেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে এবং তার সাথে বিজেপির নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে সেই সর্ব ক্ষেত্রেই দুর্বৃত্তদের মুখে শোনা যাচ্ছে 'ভারত মাতা কি জয়' কিংবা 'জয় শ্রী রাম' এর শ্লোগান। প্রশ্ন হলো, মানুষের বাড়ি ঘর ভাঙতে গিয়ে, হামলা হুজ্জুতি চালাতে গিয়ে যখন শাসক আশ্রিত দুষ্কৃতিরাই এই শ্লোগান গুলো ব্যবহার করেন তখন কি ভারত মাতা কিংবা হিন্দুদের আরাধ্য 'শ্রী রাম' এর অপমান হয় না ? জবাব আছে কি আরএসএস বিজেপির ???

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব: ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি: ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

পাশে দাঁড়াতে হবে

করোনাভাইরাস বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার কারণে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে বহু দেশ থেকে কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। ফলে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বাড়বে। এর প্রভাব আমাদের দেশেও পড়েছে। করোনাভাইরাসের প্রকোপে ৬২ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই কাজ হারিয়েছে গত বছরের এপ্রিল-মে মাসে। অনেকে কাজে ফিরলেও তাদের আয় কমে গেছে। সেই সঙ্গে কমেছে কর্মঘণ্টা। আয় কমে যাওয়ায় ৫২ শতাংশ মানুষ খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। আবার অনেকের ঋণ বেড়েছে। কেউ কেউ সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছে। এদিকে, জীবন-জীবিকা বাঁচাতে করোনা মহামারীর শুরু থেকেই সরকার সচেষ্ট। দেশের বড়, মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ী, নিম্ন আয়ের মানুষ, দরিদ্র, এমনকি কর্মহীন মানুষের জন্য আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ প্রদানে সদ্দিচ্ছার ঘাটতি দেখা যায়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে তদারকি জোরদার করেছে। তদারকি এখনো থেমে নেই। প্যাকেজ বাস্তবায়ন ও প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের শনাক্তে সরকারের সদিচ্ছারও অভাব নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে বড় সমস্যা সরকারের হাতে গরিব, কর্মহীন, দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পূর্ণাঙ্গ কোনো তালিকা নেই। করোনার কারণে নতুন দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে। নতুন করে দরিদ্র হওয়া বা আয় কমে যাওয়া এসব মানুষ তালিকার বাইরে থেকে যাচ্ছে।বিভিন্ন এলাকায় কাজের সন্ধানে অনেক শ্রমিকের জমায়েত দেখা যেত। মাটি কাটা, ইট-বালু টানা, রাজমিস্ত্রির জোগালি ও বাসাবাড়ি পরিষ্কার, বাসা বদলের কাজসহ বিভিন্ন ধরনের কাজে অভ্যস্ত এই মানুষগুলো এখন একেবারেই কর্মহীন। লকডাউনে তাদের কাজ বন্ধ। প্রতিদিনের আয় না থাকায় এই মানুষগুলো বিপাকে পড়েছে। তাদের অনেকে সপরিবারে ঢাকায় বসবাস করে। অনেকের পরিবার থাকে ঢাকার বাইরে। সেখানে নিয়মিত টাকা পাঠাতে হয়। প্রতিদিনের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল এই মানুষগুলো টাকার অভাবে গ্রামের বাড়িতে পরিবারের কাছে যেতে পারছে না টাকার অভাবে। লকডাউনে অনেককেই ধারদেনা করে চলতে হচ্ছে।

দৈনিক গড়ে ৮৫ বার একজন মানুষ মুঠোফোনের সংস্পর্শে আসেন !

নিরবচ্ছিন্ন তথ্যের প্রবাহ, বিনোদন আর যোগাযোগ একদম হাতের মুঠোয়। সম্ভব হচ্ছে হাতের ফোনটির জন্য। দিনের সবচেয়ে বেশি সময় আমাদের সান্নিধ্যে থাকছে ফোনটি। সাম্প্রতিক এক আমেরিকান গবেষণায় দেখা গেছে, দৈনিক গড়ে চার ঘণ্টা একজন মানুষ মুঠোফোনে চোখ রাখছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে, এমনকি ঘুম থেকে জেগে, মধ্যরাতে ফোনে চোখ পড়ছে। দৈনিক গড়ে ৮৫ বার একজন মানুষ মুঠোফোনের সংস্পর্শে আসেন। সমস্যাটা এখানেই।

একাধিক সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, অতিমাত্রায় মুঠোফোন ব্যবহারের কারণে স্মরণশক্তি, মনোযোগ, মনোবল, সৃজনশীলতা, এমনকি আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও প্রভাবিত হচ্ছে। ওপরের সব কটি কাজ করতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার হয়। আমাদের মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট কার্যক্ষমতা আছে। কোনো বিষয়ে আমাদের মনোযোগের গভীরতা বা মাত্রা অনুযায়ী মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা সে বিষয়ে বরাদ্দ হয়। ধরুন, আপনি গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছেন। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ সক্রিয় হয়ে উঠছে যা পড়ছেন তার অর্থ বোঝার জন্য, তা স্মৃতিতে জমা রাখার জন্য। হঠাৎ একই সময়ে আপনি আপনার মুঠোফোনে হয়তো একটা ভিডিও দেখা শুরু করলেন। অর্থাৎ আপনার মনোযোগ ভাগ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও। আমাদের মস্তিষ্ক অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও একাধিক কাজ একই সঙ্গে সুচারুভাবে করতে পারে না।

গবেষকেরা বলছেন, মুঠোফোনে এই আসক্তির একটা বড় কারণ হলো ডোপামিন নামের রাসায়নিক যৌগ। ডোপামিনকে হ্যাপি কেমিক্যাল বলা হয়। ডোপামিন নিঃসরণের কারণেই আমাদের আনন্দানুভূতি হয়। নানা কারণেই ডোপামিনের নিঃসরণ হয়। মস্তিষ্ক এই কারণগুলো মনে রাখে। পরবর্তী সময়ে বারবার এই কাজগুলো করতে আমাদের উৎসাহিত করে। ডোপামিনের কারণেই আমাদের ভালো বা অনেক সময় ক্ষতিকর অভ্যাস গড়ে ওঠে।

চিন্তার ব্যাপার হলো, সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে, ফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে আমাদের শরীরে কর্টিসোলের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেড়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কানেটিকাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন, ফোন ব্যবহার না করলেও ফোনটা যদি আমাদের আশপাশে থাকে বা বেজে ওঠে, তাহলেও শরীরে কর্টিসোলের মাত্রা বেড়ে যায়।

মুঠোফোনের বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের অ্যাপস, ই-মেইল আর প্রতিনিয়ত খবরের সরবরাহ আমাদের মধ্যে মুঠোফোন ব্যবহারের জন্য একধরনের মানসিক চাপের সৃষ্টি করে।

কর্টিসোলকে বলা হয় স্ট্রেস হরমোন। আমাদের শরীরের অ্যালার্ম সিস্টেম বলতে পারেন। আমাদের কিডনির ওপরে ত্রিভুজাকৃতি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে তৈরি হয়। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস আর পিটুইটারি গ্রন্থি রক্তে কর্টিসোলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। কর্টিসোল অত্যন্ত উপকারী বিপত্তারিণী এক হরমোন। হঠাৎ কোনো বিপদে পড়লে, যেমন ধরুন আপনি হাঁটছেন, দেখলেন একটি বড়সড় ষাঁড় আপনার দিকে ধেয়ে আসছে। কর্টিসোল নিঃসরণের কারণেই সেখান থেকে দৌড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। কর্টিসোল শুধু সিদ্ধান্ত নিতেই সহায়তা করে না, ওই স্থান থেকে ছুটে পালাতে হঠাৎ করে যে শক্তির দরকার হয়, স্বল্প সময়ের মধ্যেই সে শক্তির জোগান দেয়।

কর্টিসোল আর আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ সম্মিলিতভাবে আমাদের মেজাজ, ভয় আর প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তচাপ, হৃৎকম্প, রক্তে শর্করার পরিমাণ, এমনকি জেগে থাকা আর ঘুমের চক্র নিয়ন্ত্রণেও কর্টিসোলের ভূমিকা রয়েছে। মানসিক চাপ থেকেও কর্টিসোলের নিঃসরণ হয়। বুঝতেই পারছেন, স্বাভাবিক মাত্রার কর্টিসোল জীবন বাঁচায়। কিন্তু শরীরে অধিক মাত্রায় কর্টিসোল দীর্ঘ সময়ের জন্য মোটেও ভালো নয়। গুগলের বিজ্ঞানীরা বলছেন, মুঠোফোনের বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের অ্যাপস, ই-মেইল আর প্রতিনিয়ত খবরের সরবরাহ আমাদের মধ্যে মুঠোফোন ব্যবহারের জন্য একধরনের মানসিক চাপের সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ইন্টারনেট অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাডিকশনের প্রধান প্রফেসর ডেভিড গ্রিনফিল্ড বলছেন, 'মানসিক চাপ তৈরি হলে প্রকৃতিগতভাবেই সেই চাপ থেকে আমরা মুক্তি পেতে ফোন খুলছি। একটি চাপ কমাতে মুঠোফোন খুললে, মুঠোফোনে অপেক্ষা করছে আরেকটি উদ্বেগ। খবর দেখতে ফোন খুললেন, হঠাৎ মনে হলো ই-মেইলটা পড়ে দেখি। একটা ই-মেইলে হয়তো আপনার উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল।'

মানসিক উদ্বেগের এই চক্র রক্তে কর্টিসোলের মাত্রা দীর্ঘ সময়ের জন্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানী রবার্ট ইলাস্টিক বলছেন, 'অতিমাত্রার কর্টিসোলের সঙ্গে মানসিক অবসাদ, ওজন বেড়ে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ, টাইপ টু ডায়াবেটিস, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক আর স্মৃতিভ্রংশের মতো রোগের সম্পর্ক রয়েছে।'

প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স আমাদের মস্তিষ্কের সামনের দিকের এক অতি প্রয়োজনীয় অংশ। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর যৌক্তিক চিন্তার জন্য এই অংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকতে এই অংশের সক্রিয় থাকা অত্যন্ত জরুরি। রবার্টের মতে, 'কর্টিসোলের পরিমাণ বেড়ে গেলে মস্তিষ্কের এই অংশের কাজ করার ক্ষমতা প্রভাবিত হয়। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ কমে যায়। মানসিক চাপ কমানোর জন্য আমরা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। যেমন ধরুন, গাড়ি চালাতে চালাতে টেক্সট করা বা ই-মেইল পড়া।'

আমেরিকার রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, কর্টিসোলের পরিমাণ ঘুমের সঙ্গে সম্পর্কিত। কর্টিসোলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে দিনে সাত-আট ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। কিন্তু মুঠোফোনে আসক্তির কারণে অনেকেরই ঘুমের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

তবে আশার কথা হলো, বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমরা যদি অহেতুক ফোন দেখা কমিয়ে দিই, তাহলেই কর্টিসোলের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আর নিয়মিত কমিয়ে দেওয়া শুরু করলেই এটা অভ্যাসে পরিণত হয়।

টিকার একটি ডোজই ঠেকিয়ে দিতে পারে

ধরা যাক, দুর্ভিক্ষ চলছে। মানুষ খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে। আপনার কাছে ১০০ বেলার খাবার আছে। যদি প্রশ্ন করা হয়: আপনি ৫০ জনকে দুই বেলা খাওয়াবেন, নাকি ১০০ জনকে এক বেলা খাওয়াবেন? সবার উত্তর আশা করি একই রকম হবে: চেষ্টা করতে হবে যত বেশিসংখ্যক মানুষকে বাঁচানো যায়। কিন্তু এখন যদি বিবেচনাটি হয়, মহামারিকালে আপনার হাতে থাকা এক কোটি টিকা আপনি দুই ডোজ করে ৫০ লাখ মানুষকে দেবেন, নাকি এক ডোজ করে দিয়ে এক কোটি মানুষের জীবন বাঁচাবেন? এখানে সম্ভবত আমরা একমত হতে পারব না। কেউ কেউ বলবেন, 'এক ডোজ কোনো কাজে লাগবে না, এক কোটি মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে কাউকেই রক্ষা করা যাবে না।' কিন্তু বিজ্ঞান সে কথা বলছে না। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে পাওয়া তথ্য অনুসারে, ফাইজার ও মডার্নার এক ডোজ টিকা ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত সুরক্ষা দেয়। অ্যাস্ট্রাজেনেকার ক্ষেত্রেও এই হার ৬৪ শতাংশের ওপরে। পুরোপুরি সুরক্ষা দিতে না পারলেও মারাত্মক অসুস্থতা ও জীবনহানি, এসব টিকার একটি ডোজই ঠেকিয়ে দিতে পারে। এরপরও যাঁরা সর্বজনীন এক ডোজের পক্ষে মত দেবেন না, তাঁরা মুখে যা-ই বলুন না কেন, আমার প্রথম প্রশ্নেও তাঁরা আসলে ৫০ জন নির্বাচিত ব্যক্তিকেই দুবেলা খাওয়ানোর পক্ষে ছিলেন। এমনকি এ সংখ্যাকে ২৫ জনে নামিয়ে এনে, নিজেদের জন্য আরও দুবেলার খাওয়া জমিয়ে রাখার ব্যাপারেও তাঁদের লোভ থেকে থাকতে পারে!

সারা পৃথিবীতে সুবিধাভোগীরা দুই ডোজ টিকার পক্ষে এখন কিছু অবৈজ্ঞানিক যুক্তিও হাজির করছেন। যেমন তাঁরা বলছেন, 'দুই ডোজ দিয়ে পুরোপুরি ভ্যাকসিনেটেড করা না গেলে সংক্রমণ চক্র কিছুতেই ভাঙা যাবে না। হাফ ভ্যাকসিনেটেড মানুষ বরং নতুন ভেরিয়েন্টের জন্ম দিতে পারে!' এসব বক্তব্য আসছে সেই বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে, যাঁরা প্রথমেই মহামারিটিকে 'মেডিকেল ক্রাইসিস' বানিয়ে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি করেছেন। আইসিইউ-ভেন্টিলেটর জপতে জপতে সরকারের মাথা খারাপ করে দিলেন, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় কেবল 'অক্সিজেন থেরাপি' নিশ্চিত করেই যে পরিস্থিতি অনেকটাই সামাল দেওয়া যায়, সেদিকে তাঁরা এতটুকু নজর দিলেন না! পর্যাপ্ত 'নেগেটিভ প্রেশার' অবকাঠামো না থাকায়, শুধু নিজেদের ঝুঁকি বিবেচনায়, তাঁরা বহুদিন পর্যন্ত 'হাই ফ্লো নাজাল ক্যানুলা' ব্যবহার পর্যন্ত করতে দেননি, যা সে সময় বহু মানুষের জীবনহানির কারণ হয়েছে। এখন অবশ্য সবখানেই সবচেয়ে বড় এ প্রতিকার কাজে লাগানো হচ্ছে। এপিডেমিওলজিস্ট ও ভাইরোলজিস্টরা বিষয়টি কমবেশি বোঝেন, তবে টিকাকে তাঁরা রীতিমতো 'হোলি গ্রেইল' জ্ঞান করে বসে আছেন! টিকার কার্যকারিতা নিয়ে এতটুকু কথা উঠতে পারেএমন কোনো নতুন চিন্তা তাঁরা মাথায়ও আনতে রাজি নন। তাই যত কমসংখ্যক মানুষকেই দেওয়া যাক না কেন, আক্ষরিক অর্থে দুই ডোজের পক্ষেই তাঁরা অনড়!

কিন্তু ভাইরাসের গতিপ্রকৃতি না বুঝে এবং তাদের বিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন বিবেচনায় না নিয়ে কেবল টিকা টিকা করলে একটা সময় ব্রিজ ডাঙায় পড়ে থাকবে, নদী সরে যাবে অন্যদিকে। ভাইরাসটি যদি বিবর্তিত হতে হতে 'ভ্যাকসিন স্কেপ' ভেরিয়েন্ট জন্ম দিয়ে ফেলে, তাহলে তাদের এ টিকা আর কোনো কাজে লাগবে না, কেননা তখন তারা দুই ডোজের বাধাকেও অতিক্রম করে যাবে। অন্যদিকে, এক ডোজের অর্ধেক প্রতিবন্ধকতা যে দুই ডোজের পূর্ণাঙ্গ বাধার চেয়ে ভাইরাসটির ওপর কম 'সিলেকশন প্রেশার' কিংবা 'বদলে যাওয়ার চাপ' সৃষ্টি করবে, সেটা বুঝতে নিশ্চয়ই বিবর্তনবিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সবাইকে একটি করে ডোজ দেওয়া হলে সামগ্রিক 'ভাইরাল লোড' ও মিউটেশনের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাওয়ায় নতুন ভেরিয়েন্ট আত্মপ্রকাশের সুযোগও দুই ভাগের এক ভাগে নেমে আসবে। উল্টো দিকে কেবল অর্ধেকসংখ্যক মানুষকে দুই ডোজ করে টিকা দেওয়া হলে বিদ্যমান সম্পূর্ণ 'ভাইরাল লোড' অরক্ষিত বাকি অর্ধেক জনগোষ্ঠীর ওপর দ্বিগুণ হারে গিয়ে পড়বে এবং নন-ভ্যাকসিনেটেডদের মধ্যে অবাধ রিপ্রোডাকশন ও মিউটেশনের ফলে নতুন ভেরিয়েন্ট উদ্ভবের আশঙ্কা 'সর্বজনীন এক ডোজ' কৌশলের চেয়ে চার গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবে।

ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তার ইভল্যুশনারি পথ ধরেই হাঁটতে হবে। প্রথমে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে কমবেশি ৫০ শতাংশ অ্যাফিকেসির এক ডোজ টিকা দিয়ে প্রাণহানি রোধের পাশাপাশি মধ্যম মানের একটি সামগ্রিক সুরক্ষাবলয় তৈরি করে ভাইরাসের সঙ্গে একধরনের সহাবস্থানের সন্ধিতে পৌঁছতে হবে। যেখানে তার বংশবিস্তারে পুরোপুরি বাধা না দিয়ে নতুন আরও সংক্রমণশীল ভেরিয়েন্টের 'নিশ' কিংবা 'চাহিদা' অনেকখানিই কমিয়ে দেওয়া সম্ভব।কেবল সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবেও নন-ভ্যাকসিনেটেড একজন আক্রান্ত ব্যক্তির 'ভাইরাল লোড', এক ডোজ দেওয়া দুজন সংক্রমিত ব্যক্তির চেয়েও দুই গুণ বেশি। কেবল এ বিবেচনাতেই এক ডোজ দিয়ে দ্বিগুণসংখ্যক মানুষকে ভ্যাকসিনেশনের পক্ষে আমাদের সবার সোচ্চার হওয়া উচিত। কেননা, তাতে গোটা জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক 'ভাইরাল লোড' যেমন কমবে, তেমনি 'বেসিক রিপ্রোডাকশন রেশিও'ও দ্রুত নিম্নগামী হতে থাকবে।

ধরে নেওয়া যাক, একটি জনগোষ্ঠীর সবাইকে একটি করে ডোজ দিয়ে 'হাফ ভ্যাকসিনেটেড' করা হলো; তাতে হিসাবমতো অর্ধেক মানুষের তখনো আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাদের 'ভাইরাল লোড' হবে কেবল অর্ধেক এবং তারা যাদের সংক্রমিত করবে, তাদের কাছে স্থানান্তরিতও হবে অর্ধেক মাত্র ভাইরাস। আর সংক্রমণ রোধের 'অর্ধেক সক্ষমতা' তো সমগ্র জনগোষ্ঠীকে এক ডোজ টিকা আগেই দিয়ে রেখেছে, যা অর্ধেক শক্তির সংক্রমণকে সেখানেই ঠেকিয়ে দিতে পারবে! ফলে, সবাইকে এক ডোজ টিকা দেওয়ার মাত্র এক 'ল্যাপ' অর্থাৎ ১৪ দিন পরেই ভাইরাসটির 'সংক্রমণ চক্র' ভেঙে পড়তে শুরু করবে।

সর্বজনীন এক ডোজের যৌক্তিকতা নিয়ে এত দিন কেবল বিবর্তনবিজ্ঞানীরা গলা ফাটিয়েছেন, সম্প্রতি রোগতাত্ত্বিকেরাও কথা বলতে শুরু করেছেন। তাঁরা এখন, টিকাস্বল্পতা বিবেচনায় সারা পৃথিবীতে 'ডোজ স্পেয়ারিং' করার প্রস্তাব তুলেছেন। স্বয়ং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান টিকা-বৈষম্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন! বিশ্বের ৭৯০ কোটি মানুষকে যত শিগগিরই সম্ভব এক ডোজ করে টিকা দেওয়া গেলেই কেবল করোনা মহামারির রাশ টেনে ধরা সম্ভব, অন্য কোনোভাবে নয়।

সোশ্যাল ডিজিজ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব ?

সোশ্যাল মিডিয়ার যাত্রা অনেক আগে থেকে শুরু হলেও ২০১০ সাল থেকে মূলত দুনিয়া জুড়ে এর বিপ্লব ঘটে। সোশ্যাল মিডিয়ার মূল ফিচারই হলো সহজতর যোগাযোগব্যবস্থা। ১৯৭১ সালে রে টমিলিন্সন নামের একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার প্রথম ইমেইল পাঠিয়েছিলেন। যদিও সেটি পরীক্ষামূলক ছিল। অনেকেই মনে করেন সেই প্রথম ইমেইল পাঠানোর মধ্য দিয়েই তৈরি হয় সোশ্যাল মিডিয়ার উদ্ভাবন। এরিচ থমাস নামের আরেক প্রোগ্রামার ১৯৮৬ সালে লিসেনার নামের একটি স্যাফটওয়ার ডেভেলপ করেন। যার মাধ্যমে একটি মেইল পাঠালেই নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর কাছে মেসেজ চলে যাবে। ২০০৪ সালে তৈরি হয় ফেসবুক যা বর্তমানে পৃথিবীর সব থেকে জনপ্রিয় এবং সর্ববৃহত নেটওয়ার্কিং সিস্টেম। সোশ্যাল মিডিয়াকে আসলে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। বাংলায় একে বলা হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। যে ওয়েবসাইটের ব্যবহারকারী বিভিন্ন কনটেন্ট শেয়ার করতে পারে তাতণিকভাবে, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ কিংবা অনুভূতি শেয়ার করতে পারে তাকেই সোশ্যাল মিডিয়া বলে; কিন্তু বর্তমানে এই সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল ডিজিজে পরিণত হয়েছে। সকাল থেকে রাতএমন কোনো সময় নেই যে আমরা মিডিয়ার বাইরে। মূলত ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সি মানুষ এটির প্রতি বেশি আসক্ত। বিশেষত আমরা যারা ছাত্রছাত্রী যে সময়টা আমরা বই পড়ে, বাইরে ঘুরে, পরিবারের সঙ্গে গল্প করে কাটাতে পারি সেই সময়টা আমরা কাটাচ্ছি ভার্চুয়াল জগতে। যা টোটালি আমাদের ইমোশনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যেমন ধরুনআপনি একটি ছবি আপলোড করেছেনতাতে শত শত লাভ, লাইক

রিঅ্যাক্টসহ অনেক কমেন্টস পাস হলো, তখন আপনা আপনি আপনার মন ভালো হয়ে গেল; কিন্তু যদি হয় তা হিতের বিপরীত, তাহলে হয়তো কিছুক্ষণ পর মনটা বিষণ করে ছবিটি ডিলিট করে দিবেন। ধরুন আপনি ফেসবুকে একটি কনটেন্ট সার্চ করেছেন; কিন্তু আপনি এই কনটেন্টের সঙ্গে রিলেটেড আরো অনেক কনটেন্ট পাচ্ছেন যা আপনার সময়কে নষ্ট করছে। আর যদি বলি ভার্চুয়াল বুলিংয়ের কথা একটি ছবি পোস্ট দেওয়ার পর অনেকের ইনবক্সে অনেক ধরনের কথা শুনতে হয়, যেমন ধরুন মোটা লাগছে, কালো হয়ে গেলেন কীভাবে, আপনাকে দেখতে মোটেও ভালো লাগছে না। আর সঙ্গে সাইবার ক্রাইম তো আছেই, যা অনেক নারীর আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।কিছুটা মাদকাসক্তের মতো আমরা ওতপ্রোতভাবে এটির সঙ্গে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ আমি নিজের কথাই বলি, ভেবেছিলাম আমি মাত্র সাত দিন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকব; কিন্তু চার দিন পর আমি হাঁপিয়ে উঠি। মনে হচ্ছিল এই পৃথিবীতে আমি একা বেঁচে আছি।

আপনি জানেন কি এই সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমানে তরুণদের ডিপ্রেশনের কারণ? আপনার ফ্রেন্ডলিস্টে মূলত তারাই বেশি থাকে যাদের সঙ্গে আপনি স্কুল, কলেজ এবং ভার্সিটিতে পড়েছেন। এখন নিউজ ফিড স্ক্রল করলেই কারো চাকরি হয়ে যাওয়া, কারো সফলতার কাহিনি, আবার কারো নতুন জীবনসঙ্গী পাওয়ার গল্প। তখন আপনি যেটা আপনার বন্ধুর মতো করতে পারছেন না, তখনি আপনি বিষণগ্রস্ত হচ্ছেন। ভাবছেন আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না, আমি ব্যর্থ; কিন্তু আজ একটি কথা বলি, মানুষ তার সফলতার গল্পই পাবলিক করে, খুব কম মানুষ আছেন যারা তাদের ব্যর্থতার গল্প পাবলিক করে থাকেন। অনুসন্ধান করে দেখবেন যে ব্যক্তিটি আজ সফল, শতবার হোঁচট খেয়েও আজ সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে। তাই হতাশ হবেন না।সোশ্যাল মিডিয়ার যে ভালো দিক নেই তা নয়; কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে ব্যবহার করা মোটেও সমীচীন নয়। আমরা এটির ব্যবহার কমানোর জন্য ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে একত্রে গল্প করতে পারি ইউথআউট ডিভাইস, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মোবাইল, ল্যাপটপ ব্যবহার করতে পারি, বই পড়ার অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারি। সর্বোপরি আমরা যদি সোশ্যাল মিডিয়ার এই ব্যবহার আয়ত্ত বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলেই সোশ্যাল ডিজিজ নামক এই মহামারি থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব।

বিরল খনিজ চুম্বকের জন্য চিনা নির্ভরতা কমাতে ৭২৮০ কোটি টাকার নতুন প্রকল্প কেন্দ্রের!

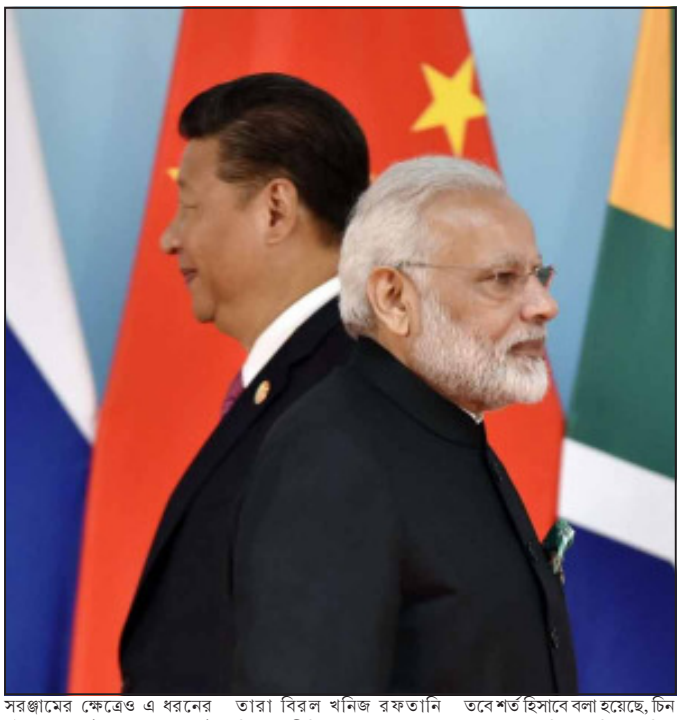

নয়াদিল্লি ঃ বিরল খনিজ চুম্বক ক্ষেত্রে কি বিদেশি নির্ভরতা কমাতে চাইছে ভারত? বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক সিদ্ধান্তে এমনটাই আভাস মিলেছে। বিরল খনিজ চুম্বক সংক্রান্ত একটি প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভা। প্রকল্পের পোশাকি নাম স্কিম টু প্রোমোট ম্যানুফ্যাকচারিং অফ সিন্টার্ড রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট। বিশ্ব বাজারে বিরল খনিজ ক্ষেত্রে চিনের আধিপত্য এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক ভাবে ৭২৮০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করেছে কেন্দ্র। নয়াদিল্লির দাবি, দেশে বিরল খনিজ চুম্বক সংক্রান্ত এই ধরনের পদক্ষেপ এই প্রথম। বৈঠকের পরে এক বিবৃতিতে কেন্দ্র জানিয়েছে, এর মাধ্যমে দেশে প্রতি বছর ৬ হাজার টন বিরল খনিজ প্রক্রিয়াকরণ করে স্থায়ী চৌম্বক পদার্থ তৈরি করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশ বিরল খনিজ থেকে স্থায়ী চৌম্বক পদার্থ উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে বিরল খনিজের আন্তর্জাতিক বাজারেও ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে বলে দাবি কেন্দ্রের।

নিওডিমিয়াম বা সামারিয়ামের মতো বিরল খনিজগুলি দিয়ে শক্তিশালী স্থায়ী চৌম্বক পদার্থ তৈরি করা যায়। বর্তমানে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিরল খনিজগুলির গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে। ইলেকট্রিক মোটর, ড্রোন, স্মার্টফোন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ তৈরিতে এগুলির প্রয়োজন হয়। বৈদ্যুতিক গাড়ি, পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী তৈরি, বিমান পরিবহণ ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের ক্ষেত্রেও এ ধরনের চৌম্বক পদার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই বিরল খনিজের দুনিয়ায় চিনের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে বরাবর। আমেরিকা-সহ বিভিন্ন দেশ চিন থেকে এই পণ্য কিনে থাকে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। এ ক্ষেত্রে অনেকাংশে বেজিঙের উপরেই নির্ভরশীল দিল্লি।

সাম্প্রতিক সময়ে চিনের বিরল খনিজ রফতানিতে কিছু কড়াকড়ির ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে শোরগোল পড়ে যায়। বিভিন্ন দেশে বিরল খনিজ সরবরাহের উপর প্রভাব পড়ে। বেজিং দেশে দেশে একটি নির্দেশিকা পাঠিয়ে জানিয়েছে, তারা বিরল খনিজ রফতানি নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকর করতে চলেছে। চিনের অভিযোগ, তাদের পণ্য বিভিন্ন দেশ সামরিক খাতে কাজে লাগাচ্ছে। বিশ্ব শান্তির কথা ভেবে তাই তারা বিরল খনিজের রফতানিতে কিছু বিধিনিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ভারতেও প্রায় ছ'মাস বিরল খনিজ রফতানি বন্ধ রেখেছিল চিন। পরে গত মাস থেকে আবার শর্তসাপেক্ষে রফতানি শুরু করেছে। ভারতের চারটি কোম্পানিকে বিরল খনিজ সরবরাহ করবে চিন। সেই চার সংস্থা হল হিতাচি, কন্টিনেন্টাল, জে-শিন এবং ডিই ডায়মন্ডস। তবে শর্ত হিসাবে বলা হয়েছে, চিন থেকে আমদানি করা বিরল খনিজ আমেরিকাকে রফতানি করা যাবে না। একই সঙ্গে সামরিক খাতেও ব্যবহার না-করার কথাই জানিয়েছে বেজিং।

এ অবস্থায় বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠক শেষের এক বিবৃতিতে কেন্দ্র জানিয়েছে, দেশজুড়ে এই ধরনের স্থায়ী চৌম্বক পদার্থের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এখনের তুলনায় ২০৩০ সালে এর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এখন যে এগুলি বিদেশ থেকে কিনে আনতে হয়, তা-ও বিবৃতিতে জানিয়েছে দিল্লি।

গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরের দাম এক কোটি ১৭ লক্ষ টাকা! নজির গড়া সেই নম্বরে কেন ৮-এর আধিক্য? কেনই বা সেটি বিশেষ?

নয়াদিল্লি ঃ গাড়ির একটি নম্বর মাত্র। আর তার দাম কি না এক কোটি ১৭ লক্ষ টাকা! শুধু তা-ই নয়, সেটি ভারতের সবচেয়ে দামি নম্বরপ্লেটও বটে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও ভারতের সবচেয়ে দামি সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর বিক্রি করে নজির গড়েছে হরিয়ানা। এর আগে ভারতে এত দামে গাড়ির কোনও নম্বর বিক্রি হয়নি। ইতিহাস তৈরি করা সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি 'এইচআর৮৮বি৮৮৮৮'। ভিআইপি গাড়ির জন্য নিলামে উঠেছিল এই রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি। বিক্রি হয়েছে ১.১৭ কোটি টাকায়। এর পরই ভারতে নথিভুক্ত গাড়ির সবচেয়ে দামি নম্বরের তকমা পায় সেটি।

'এইচআর৮৮বি৮৮৮৮' নম্বরটির জন্য নিলাম শুরু হয়েছিল হরিয়ানার সরকারি ভিআইপি নম্বর পোর্টালে। অনেক দর হাঁকাহাঁকির পর বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ নিলামের ফলাফল ঘোষণা হয়। দেখা যায় গাড়ির ওই নম্বরটি বিক্রি হয়েছে ১.১৭ কোটি টাকায়। কিন্তু কেন এত দাম উঠল নম্বর প্লেটটির?

সংখ্যাতাত্ত্বিক এবং জ্যোতিষদের মতে, ৮৮ সংখ্যাটি অত্যন্ত মূল্যবান। প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত এই সংখ্যা। এটি কেবল অর্থের ক্ষেত্রে নয়, আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে দেখা হয়। জীবনে ভারসাম্য রক্ষাতেও নাকি গুরুত্বপূর্ণ এই নম্বর। আর সে কারণেই ওই নম্বরের প্লেটটি অত দামে বিক্রি হয়েছে। আবার যুক্তিবাদীদের অনেকের দাবি, নম্বরটি যে অনন্য, তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া ইংরেজি বর্ণমালার 'বি' বর্ণ অনেকটা ইংরেজি '৮'-এর মতো দেখতে। তাই দূর থেকে দেখলে মনে হতেই পারে, এইচআর-এর পর, একাধিক ৮ সংখ্যা দিয়ে নম্বরটি তৈরি হয়েছে। আর সে কারণেও অনেকে নম্বর প্লেটটি কিনতে অত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বলে মনে করেছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, হরিয়ানায় প্রতি সপ্তাহে ভিআইপি বা অভিনব নম্বর প্লেটের নিলাম হয়। শুক্রবার বিকেল ৫টায় দরপত্র শুরু হয় এবং সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত অফিসিয়াল পোর্টালের মাধ্যমে নিলাম চলে। ফলাফল সাধারণত বুধবার বিকাল ৫টায় ঘোষণা করা হয়।

লক্ষ্মীবারে ষাঁড়ের দৌড়ে দালাল স্ট্রিটে হুলস্থুল!

১৪ মাস পর রেকর্ড উচ্চতায় উঠল সেনসেক্স এবং নিফটির সূচক

নয়াদিল্লি ঃ লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীলাভ। ফের রেকর্ড উচ্চতায় উঠল সেনসেক্স ও নিফটি। বৃহস্পতিবার ২৭ নভেম্বর বাজার খোলার কিছু ক্ষণের মধ্যেই ৮৬ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে যায় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) শেয়ার সূচক। অন্য দিকে গত ১৪ মাসে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জকে (এনএসই) কখনওই এতটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে দেখা যায়নি। বাজার চাঙ্গা হওয়ায় লগ্নিকারীদের মুখের হাসি চওড়া হয়েছে। অচিরেই সূচক ৯০ হাজারের গণ্ডি পেরোবে বলে আশাবাদী একাধিক ব্রোকারেজ ফার্ম।

এ দিন সকালে বাজার খোলার সময়েই প্রায় ২২৫ পয়েন্ট বেড়ে ৮৫,৮৩৬.৭৪ পয়েন্টে পৌঁছোয় সেনসেক্স। নিফটি-৫০তে বৃদ্ধির অঙ্ক ছিল ৬০.৮৫ পয়েন্ট। এনএসসির এই সূচক খোলে ২৬,২৬১.২৫ পয়েন্টে। বেলা ১২টার মধ্যেই সেনসেক্স এবং নিফটি-৫০ পৌঁছে যায় যথাক্রমে ৮৫ হাজার ৯৩৮ এবং ২৬ হাজার ২৪২ পয়েন্টে। এই সময়সীমার মধ্যে বিএসইর সূচককে সর্বোচ্চ ৮৬,০৫৫.৮৬ পয়েন্টে উঠতে দেখা গিয়েছে। দু'টি বাজারেই অব্যাহত আছে 'বুলিশ ট্রেন্ড'। ব্রোকারেজ ফার্মগুলির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বুধবার, ২৬ নভেম্বর নিফটি-৫০র সূচক ঊর্ধমুখী হয় ৩২০ পয়েন্ট। এ দিনও সেই প্রবণতা বজায় রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিপুল টাকা বাজারে ঢুকেছে। এর জেরে দৌড়োতে শুরু করেছে সেনসেক্স ও নিফটি-৫০। চলতি আর্থিক বছরের (পড়ুন ২০২৫-'২৬) তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রান্তিকে প্রত্যাশিত সম্ভাব্য আয় বৃদ্ধির সমর্থনও বাজার পাবে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার বিএসই-র অধিকাংশ শেয়ারই সবুজ রেখায় শুরু করে লেনদেন। প্রথম ঘণ্টায় সর্বাধিক মুনাফা করেছে বজাজ ফিন্যান্স (১.০৩ শতাংশ), অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (০.৮৩ শতাংশ), লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো (০.৭৬ শতাংশ), আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক (০.৭১ শতাংশ) এবং এশিয়ান পেইন্টস (০.৬০ শতাংশ)।

তবে এ দিন প্রথম ঘণ্টায় সর্বাধিক লোকসানের মুখ দেখেছেন ইটারনালের (০.৭০ শতাংশ) লগ্নিকারীরা। এ ছাড়াও ওই সময়সীমার মধ্যে টাইটান, মারুতি সুজুকি, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক এবং আদানি পোর্টসের স্টকের দাম যথাক্রমে ০.২৮ শতাংশ, ০.২৫ শতাংশ, ০.১৯ শতাংশ এবং ০.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

লক্ষ্মীবারে বেলা ১২টার মধ্যে নিফটিতে মিডক্যাপ-১০০র সূচক ০.১৪ শতাংশ এবং স্মলক্যাপ-১০০ সূচক ০.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। দালাল স্ট্রিটের অস্থিরতার পরিমাপক ইন্ডিয়া ভিআইএক্সের সূচক ০.৯৬ শতাংশ ঊর্ধমুখী হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে দেখতে গেলে নিফটি অটো ০.৩৬ শতাংশ, নিফটি ফিন্যান্সশিয়াল সার্ভিসেস ০.৪৫ শতাংশ, নিফটি এফএমসিজি ০.২৯ শতাংশ, নিফটি আইটি ০.১০ শতাংশ, নিফটি মিডিয়া ০.৩৩ শতাংশ এবং নিফটি মেটাল ০.৪৪ শতাংশ বেড়েছে।

পাক গুপ্তচরদের কাছে তথ্যপাচারের অভিযোগ! ধৃত হরিয়ানার আইনজীবী

নয়াদিল্লি ঃ পেশায় আইনজীবী। তবে কাজ করতেন পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর হয়ে। এমনটাই সন্দেহ তদন্তকারীদের। সেই অভিযোগেই বুধবার হরিয়ানার নুহথেকে গ্রেফতার করা হল রিজওয়ান নামে এক তরুণকে। কেন্দ্রীয় এক গোয়েন্দা সংস্থার থেকে ওই আইনজীবীর বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য পায় হরিয়ানা পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই পাকড়াও করা হয় রিজওয়ানকে।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে রিজওয়ানের খোঁজে নুহশহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে খরখড়ি গ্রামে হানা দেন তদন্তকারীরা। এই গ্রামেই বাড়ি ওই আইনজীবীর। সোমবারই তাঁকে আটক করা হয়। দু'দিন ধরে টানা জিজ্ঞাসাবাদের পরে বুধবার তাঁকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, রিজওয়ানের উত্তরে বেশ কিছু জায়গায় অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ) এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যথাযথ ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করেছেন আধিকারিকেরা।

ভারতের বেশ কিছু সংবেদনশীল তথ্য পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার কাছে তিনি পাচার করেছেন বলে সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা। তবে কী ধরনের তথ্য পাচার হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, অনলাইনে বেশ কয়েক জন পাকিস্তানির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। রিজওয়ানের হোয়াটঅ্যাপের কথোপকথন, ফোনালাপ এবং অন্য বেশ কিছু ডিজিটাল নথি ইতিমধ্যে তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। তাতে ওই আইনজীবীর সঙ্গে পাক গুপ্তচর সংস্থার যোগাযোগের বিষয়ে সন্দেহ আরও প্রকট হয়েছে। বেশ কিছু সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনও ইতিমধ্যে তদন্তকারীদের নজরে এসেছে।

ধৃত ওই আইনজীবী হাওয়ালা মারফত কোটি কোটি টাকা পেয়েছেন বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের অনুমান, আইএসআই হ্যান্ডলারদের থেকেও ওই টাকা রিজওয়ানের হাতে এসেছে। হরিয়ানার তাওয়াড়ু শহরে এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় রিজওয়ানের অ্যাকাউন্টও তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে।

সত্যিই কি অসুস্থ ইমরান খান?

মৃত্যু-জল্পনার মধ্যেই বিবৃতি দিলেন পাকিস্তানের আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ, কী বলা হল

নয়াদিল্লি ঃ জেলবন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে। তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর নেতা-কর্মীদের একাংশের দাবি জেলেই মৃত্যু হয়েছে ইমরানের। একই দাবি করেছে 'আফগান টাইমস' নামে আফগানিস্তানের একটি সংবাদমাধ্যমও। এই পরিস্থিতিতে বিবৃতি প্রকাশ করল পাকিস্তানের আদিয়ালা জেল যেখানে ২০২৩ সাল থেকে বন্দি রয়েছেন পাকিস্তানের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ইমরান।

বিবৃতিতে ইমরানের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জল্পনাকে 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরেই পাকিস্তান জুড়ে এই জল্পনাও ছড়ায় যে, গোপনে আদিয়ালা জেল থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইমরানকে। জেল কর্তৃপক্ষ সেই জল্পনাও খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, "আদিয়ালা জেল থেকে তাঁকে (ইমরান) সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার খবর সত্য নয়।" একই সঙ্গে সেখানে লেখা হয়েছে, "তিনি পুরোপুরি সুস্থ রয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত ধরনের চিকিৎসা পাচ্ছেন।"

অন্য দিকে, ইমরান জেলে ভাল আছেন, সে কথা জানিয়ে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেছেন, "ওঁর জন্য জেলে কী সব খাবার আসছে দেখুন। এই সব খাবার পাঁচতারা হোটেলেও পাওয়া যায় না।" জেলে ইমরান টিভিতে নিজের পছন্দের চ্যানেল দেখতে পারেন বলেও জানিয়েছেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী। একই সঙ্গে আসিফের সংযোজন, "আমরা (জেলে) ঠান্ডা মেঝেতে শুতাম। জেলের খাবার খেতাম। জানুয়ারি মাসেও আমাদের মাত্র দু'টো কম্বল দেওয়া হত। গরম জল দেওয়া হত না।" ইমরান শীতে চওড়া খাট, পশমের কম্বল পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পরিবার-পরিজনরা ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। গত ১৯ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন তাঁর তিন বোন আলিমা, উজমা এবং নুরা খান। প্রতিবাদে ধর্নায় বসলে তাঁদের শারীরিক হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। তার পরে পিটিআই নেতারাও ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। তার পরেই ইমরানকে নিয়ে জল্পনা ছড়াতে শুরু করে।

একাধিক মামলায় অভিযুক্ত ইমরান ২০২৩ সাল থেকে জেলবন্দি। চলতি বছরের গোড়ায় আল কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে ১৪ বছর জেলের সাজা দিয়েছে আদালত। সাজা হয়েছে তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিরও। পাকিস্তানের জেল আইন অনুযায়ী সপ্তাহে এক বার পরিবারের সদস্যেরা ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। কিন্তু অভিযোগ, সেই আইনের তোয়াক্কা করছে না শাহবাজ সরকার।

হাসিনাকে ফেরত চেয়ে ঢাকার চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করল দিল্লি!

নয়াদিল্লি ঃ শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার এমনটাই জানাল নয়াদিল্লি। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে ফেরত চেয়ে গত সপ্তাহে ফের ভারতকে কূটনৈতিক বার্তা পাঠায় মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। তার পরে এই প্রথম সরকারি ভাবে তা নিয়ে মন্তব্য করল ভারত।

বুধবার ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে। হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধের প্রাপ্তিস্বীকার করেন তিনি বলেন, "হ্যাঁ, আমাদের কাছে অনুরোধ এসেছে। বিচারবিভাগীয় এবং অভ্যন্তরীণ আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আমরা সেটি খতিয়ে দেখছি।" রণধীর আরও জানান, বাংলাদেশের জনতার সর্বোত্তম স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক ভাবে জড়িত থাকার বিষয়ে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশি জনতার সর্বোত্তম স্বার্থের কথা বলতে সে দেশের শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়া, স্থিতিশীলতার মতো বিষয়গুলির কথা বুঝিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র।

হাসিনাকে ফেরত চেয়ে আগেও ভারতের কাছে কূটনৈতিক বার্তা পাঠিয়েছিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সেই কূটনৈতিক বার্তারও প্রাপ্তিস্বীকার করে নয়াদিল্লি। তবে তার প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে আসেনি। ওই চিঠি যখন এসেছিল, তখনও হাসিনাকে নিয়ে রায় জানায়নি বাংলাদেশের ট্রাইবুনাল। তবে সম্প্রতি হাসিনাকে নিয়ে মামলার রায় দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে বাংলাদেশের ট্রাইবুনাল। তার পরেই।

বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক শুক্রবারই ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনে সংক্ষিপ্ত চিঠি পৌঁছে দেয় বিশেষ বাহক মারফত। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, ভারতীয় হাইকমিশনার যেন নয়াদিল্লির বিদেশ মন্ত্রকে চিঠিটি যথাসম্ভব দ্রুত পৌঁছে দেন। রবিবার সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসে। তার পর থেকে এই প্রথম এ বিষয়ে মন্তব্য করল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

বুধবার দুপুরেই বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন ফের এই কূটনৈতিক বার্তা নিয়ে মন্তব্য করেছেন। হাসিনাকে ফেরত চেয়ে কূটনৈতিক বার্তা প্রসঙ্গে ঢাকায় এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, "কোনও উত্তর আসেনি। এত তাড়াতাড়ি উত্তর আশাও করি না আমরা।" হাসিনাকে নিয়ে ট্রাইবুনালের রায়ের পরে পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে, তা-ও মনে করিয়ে দিয়েছেন তৌহিদ।

গত বছরের জুলাই-অগস্টে বাংলাদেশে ছাত্রজনতার বিক্ষোভের পরে ক্ষমতাচ্যুত হন সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। তার পর থেকে তিনি ভারতেই সাময়িক আশ্রয়ে রয়েছেন। ছাত্রজনতার আন্দোলনের সময়ে সে দেশে গণহত্যার অভিযোগে মামলা হয় হাসিনার বিরুদ্ধে। ওই মামলাতেই সম্প্রতি তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে বাংলাদেশের ট্রাইবুনাল।

অনির্দিষ্ট কালের জন্যে সিল করা হল বিশালগড় ত্রিপুরেশ্বরী নার্সিং হোম

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। প্রশাসনের নির্দেশনা কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ফেসে গেলেন এক নার্সিং হোম এর মালিক। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হল নার্সিং হোম। ঘটনা বিশাল গড়ে। দুর্বল চিকিৎসা পরিষেবা এবং এক রোগীর অপারেশান করাতে গিয়ে তার চরম ক্ষতি সাধনের ঘটনার ফলেই মূলত আজ এই হোমের ফটকে তালা ঝুলে গেল। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বেশ কয়েক বছর আগে বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল সংলগ্ন এই ত্রিপুরেশ্বরী নার্সিং হোম এর চিকিৎসা করাতে গিয়ে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হন এক রোগী। অভিযোগ এই নার্সিং হোমে এক রোগীর অপারেশান করাতে গিয়ে চিকিৎসক তার মূত্র নালি কেটে দেয়। যার ফলে গুরতর অসুস্থ্য হয়ে পরে ঐ রোগী। এই ঘটনা ব্যাপক হারে সমালোচিত হয় এবং এই ঘটনা জানাজানি হতেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে তালা ঝোলানো হয় এই নার্সিং হোমে। বেশ কয়েক বছর যাবত এই নার্সিং হোম টি বন্ধ অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু বিগত কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করা যাচ্ছে আচমকা এই নার্সিং হোম টি খোলা হচ্ছে। প্রশাসনিক ভাবে কি তবে এই নার্সিং হোম খোলার অনুমতি পেয়ে গেছেন মালিক ? সেই প্রশ্ন উঠতেই এই নিয়ে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। অতঃ পর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানা যায় যে এমন কোনো ধরণের অনুমতি তাদের কে দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে এবং প্রশাসন কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আবারো এই নার্সিং হোম খোলা হচ্ছে। যার পর জেলা শাসক সিদ্ধার্থ শিব জেস্বাল এর নেতৃত্বে অতিসত্বর এই হোম বন্ধের নির্দেশ জারি হয়। সেই নির্দেশ মুলেই বৃহস্পতিবার, মহকুমা প্রশাসন এর আধিকারিক ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস এর উপস্থিতি তে আবারো পুনরায় অনির্দিষ্ট কালের জন্যে এই নার্সিং হোমের মূল ফটক সিল করে দেওয়া হয়। তবে এই নার্সিং হোম এর মালিক সুকান্ত ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি এখনো কোনো ধরণের আইনি পদক্ষেপ, কেন ? তা যদিও এখন অজ্ঞাত বিষয়। এদিনের এই অভিযানে মহকুমা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী নির্দেশ না আসা অব্দি এই নার্সিং হোম বন্ধই থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন সুভাষনগর অটো স্ট্যান্ড এলাকায় এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতার স্বামীর বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ সে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। পক্ষান্তরে মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লক্ষাকাণ্ড ঘটে আইজিএম হাসপাতালে। মৃত গৃহবধুর নাম অর্পিতা ঘোষ। মৃতার স্বামীর নাম অভিজিৎ সাহা। বাড়ি সুভাষ নগর অটো স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ তাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। এমনকি এ ধরনের অভিযোগ এনে মৃতার স্বামীকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।
অভিযোগের এখানেই শেষ নয়, মৃতার ভাসুর তার ওপর নিরাতন চালাতো বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মৃতার স্বামী অভিজিৎ সাহা জানান তাদের পরিবারে কোন ধরনের ঝামেলা ছিল না। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও তার স্ত্রী নাকি দোকানে এসে তাকে পান খাওয়ার জন্য পান দিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর থেকে তার বৌদিকে নাকি তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। তখনই খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে দেখা যায় রান্না ঘরের দরজা বন্ধ। রান্না ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে গৃহবধূর ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ মৃতার স্বামীর।
কিন্তু এধরনের অভিযোগ মানতে নারাজ মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনরা। দেহটি উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতালে মৃতার বাপের বাড়ির লোক ও আত্মীয়-স্বজনরা তার স্বামীকে মারধর করেছে বলে জানা গেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

খোয়াইয়ে কৃষক—শ্রমিকবিরোধী নীতির প্রতিবাদে লালঝান্ডার মিছিল

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী সরকারি নীতির প্রতিবাদে খোয়াই শহরে অনুষ্ঠিত হলো লালঝান্ডার দৃপ্ত মিছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসসহ চারটি বামপন্থী গণসংগঠনের মহকুমা নেতৃত্ব।ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের পঞ্চম বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই মিছিলে শ্রম কোড বাতিল, কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করার দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়।নেতৃত্বের বক্তব্যে অভিযোগ করা হয়, স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ গণআন্দোলন হিসেবে কৃষক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ধারা তৈরি করেছে। বক্তারা জানান, দেশের শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার খর্ব করতে কেন্দ্রীয় সরকার চারটি শ্রম কোড চাপিয়ে দিয়েছে, যা ধর্মঘটের অধিকার ও ন্যূনতম মজুরিসহ বহু অর্জিত অধিকারকে খর্ব করছে। এদিনের কর্মসূচিতে গণমুক্তি পরিষদ, সারা ভারত কৃষক সভা, ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন এবং সিআইটিইউ—এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মতো খোয়াইতেও কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়বিচারের দাবিতে এই মিছিল ও সভার আয়োজন করা হয়েছে। খোয়াইয়ের মিছিল স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই এখনও শেষ হয়নি। শ্রম কোড থেকে কৃষিপণ্যের সহায়ক মূল্যবহু বিষয়েই কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের মূল চেতনা পুনরায় স্মরণ করিয়ে, আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দিলেনঅধিকার রক্ষার সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে, এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই দাবিগুলিই আরও জোরালো হয়ে উঠবে।

গণমাধ্যম কে ঈশ্বরের আখ্যা, চিকিৎসার সুবিধা পেলেন কাঞ্চনমালার নিত্যলাল পাল

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। খবরের জেরে সহযোগিতা পেলেন দুরারোগ্য ব্যাধি তে আক্রান্ত কাঞ্চনমালার বাসিন্দা নিত্যলাল পাল। এবার স্থানীয় কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং আগরতলার কয়েকজন চিকিৎসক, সামাজিক সংস্থার কর্মীরা তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। দীর্ঘ দিন যাবত অসুস্থ্য নিত্য লাল পাল সকলের সহযোগিতায় আজ অনেকটাই সুস্থ। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে ভগবান বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি বলেছেন সংবাদ মাধ্যম সহ যারাই ওনার পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের এই উপকার কখনো ভুলবেন না তিনি। জানা গেছে গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নিত্যলাল পাল দীর্ঘদিন ধরে শরীরের চামড়ার এক অজানা দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন। অর্থের অভাবে অসুস্থ নিত্য লাল পাল সঠিক চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না যার ফলে দিনের পর দিন উনি আরো অসুস্থ হয়ে উঠছিলেন। এই নিয়ে ১৭ই নভেম্বর খবর প্রকাশিত হবার পরেই জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক অ সমাজ সেবীরা উনার পাশে দাড়ায়। প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্র সহ উনার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর পর তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি রেখে কিছুদিন চিকিৎসা করানো হলে এখন উনি অনেকটাই সুস্থ্য আছেন বলে জানান। অসুস্থ নিত্য লাল পাল বেশ কিছুটা সুস্থ হলে উনাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে উনাকে ঔষধ দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিত্য লাল পাল আবারো সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে উনার সুস্থতা এবং বিপদের সময় যারা পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদেরকে স্মরণ করতে গিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

শিক্ষক বদলির বিরুদ্ধে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে বিক্ষোভ! গেটে তালা ঝুলিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ ছাত্রদের

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। শিক্ষক স্বল্পতার জেরে বিশ্রামগঞ্জ বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে আজ সকাল থেকে উত্তপ্ত পরিবেশ। বিজ্ঞান বিষয়ের একমাত্র শিক্ষিকাকে অন্য বিদ্যালয়ে বদলি করার প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়। হঠাৎ এই অবস্থার কারণে শিক্ষাকার্যও পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়ে।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে এমনিতেই শিক্ষক সংখ্যা কম। তার ওপর বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক বদলি হওয়ায় বিষয়টি সংকটজনক হয়ে উঠেছে। তারা জানায়, ''যিনি এখানে বদলি হয়ে আসার কথা,তিনি এখনও যোগ দেননি। ফলে আমাদের পড়াশোনা পুরোপুরি থমকে গেছে।'' পরিস্থিতির খবর পেয়ে দ্রুত বিদ্যালয়ে পৌঁছায় পুলিশ ও স্কুল পরিদর্শক। তারা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বাস দেন যে বিষয়টি অবিলম্বে খতিয়ে দেখা হবে এবং পাঠদানে যেন ব্যাঘাত না ঘটে সে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষের আশ্বাস পেয়ে শেষপর্যন্ত তালা খুলে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেয় ছাত্র-ছাত্রীরা। তবে শিক্ষক বদলির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি তারা দৃঢ়ভাবেই জানিয়ে দেয়। বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে শিক্ষক বদলির সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তা মূলত বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের শিক্ষক স্বল্পতার সমস্যা থেকেই উৎসারিত। ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ দেখায় যে পাঠদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা তাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসন আশ্বাস দেওয়ায় পরিস্থিতি সাময়িকভাবে স্বাভাবিক হলেও, শিক্ষক বদলির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার যে দাবি শিক্ষার্থীরা তুলেছে, তা ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান রক্ষায় গুরুত্বসহকারে দেখা প্রয়োজন।

তেলিয়ামুড়ায় শোকস্তব্ধ পরিবেশ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত সাংবাদিক সনক দাসের পিতা সুমন দাস

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে পরলোকগমন করেছেন এলাকার পরিচিত মুখ সুমন দাস (৪৮)। তিনি রাজ্যের এক বিশিষ্ট পত্রিকার তেলিয়ামুড়া প্রতিনিধি সাংবাদিক সনক দাসের পিতা। গত ২৬শে নভেম্বর সন্ধ্যায় হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন তিনি। পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।
সুমন দাস ছিলেন মিশুক ও সমাজপ্রিয় একজন মানুষ।তাঁর মৃত্যুতে পরিবারসহ প্রতিবেশী ও পরিচিত মহলে গভীর শোকের আবহ সৃষ্টি হয়েছে।
মৃত্যুকালে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র, সাংবাদিক সনক দাসকে রেখে গেছেন, যিনি পিতার অকাল প্রয়াণে ভেঙে পড়েছেন। সহকর্মী সাংবাদিকরাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, একজন পরিশ্রমী সাংবাদিকের পিতা হিসেবে সুমন দাস সবসময় ছেলের পেশাগত দায়িত্বে উৎসাহ দিয়েছেন এবং নীরবে শক্তি জুগিয়েছেন। এলাকার বিশিষ্টজনেরা জানিয়েছেনএ ধরনের অকাল মৃত্যু স্থানীয় সমাজের জন্য নিঃসন্দেহে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন সকলেই।

আট বছরের শিশু অমৃত সিনহা হত্যাকাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবিতে পথে ছাত্র—শিক্ষক, উত্তাল শনিছড়া

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। আট বছরের স্কুলছাত্র অমৃত সিনহার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে আজ রাস্তায় নেমে আসলেন বাগবাসা কভিনেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক—শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। ন্যায় বিচারের স্লোগানে তারা অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।প্রসঙ্গত, গত সোমবার স্কুল ছুটি শেষে মা বিজয়া সিনহাকে সঙ্গে নিয়ে স্কুটিতে বাড়ি ফিরছিল অমৃত। অর্জুনটিলা এলাকায় পৌঁছতেই অজ্ঞাত দুষ্কৃতীরা ধারালো দা দিয়ে মা—ছেলের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অমৃতের। গুরুতর আহত বিজয়া সিনহা বর্তমানে আসামের শিলচরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন।
ঘটনার তদন্তে নেমে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ নদিয়াপুর ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মদন গোপাল সিনহা (৫৭)কে গ্রেফতার করেছে। তাকে তিন দিনের পুলিশি রিমান্ডে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই হত্যাকাণ্ডে আরও কয়েকজন যুক্ত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অমৃতের মৃত্যুতে কভিনেন্ট স্কুলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্কুলের এক শিক্ষক আবেগভরে বলেন, "এ ধরনের অমানবিক হত্যাকাণ্ড সভ্য সমাজে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অমৃত বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য হয়ে উঠতে পারতো।" তিনি মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার হস্তক্ষেপ দাবি করে অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। এদিকে শনিছড়া ও আশপাশের এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তিপ্রা মথা জনসভাকে সামনে রেখে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা শহরে, ড্রোনের মাধ্যমে পুরো এলাকায় নজরদারি

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। তিপ্রা মথা জনসভাকে সামনে রেখে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজধানী আহরতলাকে। ড্রোনের মাধ্যমে পুরো এলাকায় বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে। আইজিপি(আইনশৃঙ্খলা) জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারের এই জনসমাবেশকে কেন্দ্র করে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। দূর দুরান্ত থেকে জনসমাবেশে যোগদান করার জন্য আগত কর্মী সমর্থকদের ভিড় সামাল দিতে বিশেষ ট্রাফিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও পার্কিং সহ সমাবেশ এলাকায় যাবতীয় ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ, সিআরপিএফ এবং টিএসআর এর আধিকারিকরা সব ধরনের পরিচিতি মোকাবেলার দেওয়ার জন্য তৈরি রয়েছেন। পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমে পুরো এলাকায় বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে। যাকে কেন্দ্র করে সহজেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হচ্ছে। সর্বোপরি স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই সমাবেশ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রশাসন বদ্ধপরিকর বলেই জানিয়েছেন তিনি।

আগরতলায় জমে উঠেছে ভুটানিদের শীতবস্ত্রের বাজার ছাত্রদের

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। শীতের হাওয়া তেমন না লাগলেও আগরতলায় শীতের আমেজ এনে দিয়েছে ভুটানি ব্যবসায়ীদের শীতবস্ত্রের দোকান। প্রতিবছরের মতো এবারও পয়লা নভেম্বর থেকেই বটতলা এলাকায় দোকান সাজাতে শুরু করেছেন

সুদূর ভুটান থেকে আগত শীতবস্ত্র বিক্রেতারা। প্রায় ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভুটানি পরিবারগুলি আগরতলায় এসে শীতবস্ত্র বিক্রি করছেন। প্রথম দিকে তাঁরা দুর্গাবাড়ির উল্টোদিকে দোকান বসাতেন। পরে স্থায়ীভাবে বটতলা এলাকাতেই তাঁদের বাজার গড়ে ওঠে। প্রতিবছর প্রায় ৮ থেকে ১০টি পরিবার আগরতলায় আসে এই মৌসুমি ব্যবসা নিয়ে। তাঁদের দোকানে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় হিমালয়ের উলের তৈরি শীতবস্ত্রসোয়েটার, জ্যাকেট, শালসহ বিভিন্ন পোশাক। নিজেদের হাতে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি তারা ভুটান থেকে নিয়ে আসেন আধুনিক নকশার শীতের পোশাকও। শীতের প্রকৃত ঠান্ডা এখনো না নামলেও ক্রেতাদের ভিড় কিন্তু জমতে শুরু করেছে। আগরতলায় এই ভুটানি শীতবস্ত্রের চাহিদা বরাবরই ভালো, আর তাই শীত এলেই "পাখিদের মতো" শহরে ফিরে আসে এই ব্যবসায়ী পরিবারগুলো।

বিভাজনের রাজনীতি জনজাতিদের বড় চ্যালেঞ্জ : কনরাড সাংমা

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। বিভাজনের রাজনীতির কারণে উত্তর—পূর্বাঞ্চলের জনজাতি সম্প্রদায় আজ বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন কৌশলে জনজাতিদের আলাদা করে রাখা হয়েছে, আর এটাই আজ সমস্যার মূল। মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে তিপরা মথা আয়োজিত মহাসমাবেশে এমনই কঠোর ভাষায় নাম না করে কেন্দ্রের প্রতি আক্রমণ শানালেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা। তাঁর দাবি, ওয়ান নর্থ ইস্ট'-এর মূল লক্ষ্যই হলো সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে এনে সম্মিলিতভাবে নিজের অধিকার আদায় করা। কনরাড সাংমা বলেন, আমাদের পূর্ব পুরুষরা সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছেন বলেই আজ বিভিন্ন জনজাতি তাদের পরিচয় ধরে রাখতে পেরেছে। তাদের সংগ্রামের ফলেই আমরা অনেক ক্ষেত্রে উন্নতির পথে এগিয়েছি। কিন্তু বর্তমানে উত্তর—পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি একেবারেই অন্যরকম। আজকের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বিভাজন। যা আমাদের শক্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে।
তাঁর কথায়, পৃথকভাবে কাজ করলে জনজাতিদের কণ্ঠস্বর নির্বাক হয়ে যায়।একতা ছাড়া আমাদের দাবিগুলো গুরুত্ব পায় না। তাই 'ওয়ান নর্থ ইস্ট'-এর মূল লক্ষ্যই হলো সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে এনে সম্মিলিতভাবে নিজের অধিকার আদায় করা।
তাঁর দাবি, এই লড়াই কারও বিরুদ্ধে নয়। আমরা কাউকে লক্ষ্য করে কিছু করছি না; এটি নিছক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা। ওয়ান নর্থ ইস্ট মঞ্চের মাধ্যমে আমরা বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে চাই।
তিনি নাম না করে কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে বলেন, বিভাজনের রাজনীতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেই জনজাতিদের শক্তি দুর্বল করা হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করা হয়েছে। কারণ আমাদের একতাই সবচেয়ে বড় শক্তি। দেশ ও সমাজ গঠন সম্ভব একতা দিয়েই। তাই পুনরায় একজোট হয়ে এই মঞ্চের মাধ্যমে আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।শেষে কনরাড সাংমা আশা প্রকাশ করেন, ওয়ান নর্থ ইস্ট আগামী দিনে উত্তর—পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ও জনজাতিদের সামগ্রিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গাছের সাথে স্কুটির সংঘর্ষে মৃত্যু এক যুবকের, আহত এক

খবরে প্রতিবাদ, ২৭ নভেম্বর।। অসাবধানতা ও বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চালানোর ফলেই প্রতিদিন দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। বুধবার রাত আনুমানিক ৯টা ৪০ মিনিট নাগাদ শান্তিরবাজার মহকুমার পতিছড়ীর রাতাছড়া এলাকায় ঘটে ভয়াবহ স্কুটি দুর্ঘটনা। টি আর ---০৮---ডি---৮৪৬৮ নম্বরের একটি টিভিএস স্কুটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খেলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক যুবকের, এবং গুরুতর আহত হন আরেকজন। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় শান্তিরবাজার দমকলবাহিনীর কর্মীরা। তারা দু'জনকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিপ্লব দেববর্মা (২৬) নামে যুবককে মৃত ঘোষণা করেন। তার বাড়ি মহানন্দ বৈষ্ণব পাড়ায়। অপরদিকে আহত সোহেল রিয়াং --- র অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। তার বাড়ি গুডরাই রিয়াং পাড়ায়। দমকলকর্মী ও শান্তিরবাজার থানার ওসি জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে দ্রুতগতিতে চলার সময় স্কুটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের সদস্যদের হাতে দেহটি তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751